# ফড়নবিশের আত্মবিশ্বাস দলের মঙ্গল না করুক, ক্ষতি করবে

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার মেয়াদ শেষ হতে আরও এক বছর বাকি। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন যে, পরবর্তী টার্মেও তিনিই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই ব্যক্তি হলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সংবাদ মাধ্যমে তার এই আত্মবিশ্বাসের কথা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এই রাজ্যে ভোটের বাকি আরও এক বছর। তার আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এই আত্মবিশ্বাসের খবরে রাজ্যবাসী যারপরনাই বিভ্রান্ত। কারণ ভোটের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে রাজ্যে কোন দল ক্ষমতায় আসবে। এর ওপর মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করবে বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। সুতরাং এসবের আগেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছেন তা অনভিপ্রেত। তার এই আত্মবিশ্বাসে দল লাভবান না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই ধারণা মহারাষ্ট্রে বিজেপি কর্মীদের। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ফড়নবিশ উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা পালন করতে পারেননি বলেই অভিমত বিজেপির বড় অংশের। এছাড়া, তার আমলে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে শিবসেনার সম্পর্কের অবনতি হয়। এর ওপর রাজ্যে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কৃষকদের আন্দোলন তার সরকারকে অপ্রিয় করে তুলেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তা অজানা নয়।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

কহিলেন ঃ ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি এসেছেন তিনি কখনো ঠাকুরসেবার বিঘ্ন ঘটাবেন না, আজকের ঠাকুরসেবা নিশ্চয়ই তুমি চালাতে পারবে।

তাহাই হইল। বাড়ীতে ছোট বড় চালাঘর ছিল সব সুদ্ধ পাঁচখানি ঃ ঠাকুরঘর, বসবাসের দুইখানি ঘর, রান্নাঘর ও ঢেঁকিঘর। স্থানাভাবে শেষোক্ত ক্ষুদ্র চালাঘরখানিই চন্দ্রাদেবীর সূতিকাগৃহরূপে নির্দিষ্ট রহিল।

সূর্যোদয়ের প্রায় অর্ধদণ্ড বাকি, এমন সময় চন্দ্রার প্রসববেদনা শুরু হইল। ধনীর সাহায্যে তিনি ঢেঁকিশালে গিয়ে শয়ন করিলেন ও অগৌণে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া ধনী যখন জ্ঞাতকের দিকে মন দিলেন, তিনি আর তাহাকে দেখিতে পান না। ভীত হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, ধান সিদ্ধ করিবার উনানের ভিতর সে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া। ধনী সযত্নে তাহাকে তুলিয়া লইলেন ও পরিস্কৃত করিয়া দেখিলেন—অপূর্বদর্শন শিশু, ঠিক যেন ছয় মাসের ছেলে! সংবাদ পাইয়া প্রসন্ন-প্রমুখ প্রতিবেশীরা ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন। খুদিরামের ক্ষুদ্র কুটিরাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া শুভ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি ছড়াইয়া পড়িল দিগ্‌দিগান্তে, মহাপুরুষের জন্মবার্তার বাহক হইয়া।

তৃতীয় অধ্যায়

জন্মকথা

স্বয়ং আহারে বসিবার পূর্বে তিনি তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়া খবর লইতেন তাহাদের সকলেরই খাওয়া হইয়াছে কি-না। যদি দেখিতেন কোন কারণে কাহারও খাওয়া হয় নাই, তাহাকে নিজের অন্ন ধরিয়া দিতেন সাদরে বাড়িতে লইয়া আসিয়া, আর নিজে দিন কাটাইয়া দিতেন সামান্য জলযোগ করিয়া।

দিনে দিনে দিন গত হইয়া ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন আসিয়া উপস্থিত হইল। 'রঘুবীরের বোগ রাঁধিতে রাঁধিতে চন্দ্রার মনে হইতেছিল, শরীরের যা অবস্থা তাহাতে বলা যায় না কখন কী হয়। যদি এখনই প্রসবকাল উপস্থিত হয় ঘরে এমন কেহ নাই যে আজিকার ঠাকুরসেবা চালাতে পারে। তাঁহার আশঙ্কার কথা শুনিয়া খুদিরাম

# দিনপঞ্জিকা

**২৪ আশ্বিন**, ভাঃ ১৯ আশ্বিন, **১১ অক্টোবর**, ২৪ আহিন, সংবৎ ২ আশ্বিন সুদি, ১ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৩। **বৃহস্পতিবার**, দ্বিতীয়া দিবা ঘ ৭।৯ মিঃ। স্বাথীনক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৩৪ মিঃ। বিকুম্ভযোগ দিবা ঘ ১২।৪৬ মিঃ কৌলবকরণ, দিবা ঘ ৭।৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ঘ ৬।৫৯ গতে গরকরণ। **জন্মে**— তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ১২।৩৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ, দিবা ঘ ৭।৯ গতে দোষনাই, দিবা ঘ ১২।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**—উত্তরে , দিবা ঘ ৭।৯ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি**— ঘ ২।৩০ গতে ৫।১৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ২।১৯ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ দক্ষিণে পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ঘ ৭।৯ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১২।৩৪ গতে যাত্রানাই। **শুভকর্ম্ম**— গভর্ণান, দিবা ঘ ৭।৯ মধ্যে পুংসবন, দিবা ঘ ১২।৩৪ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়গ্রা শ্রীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত **সাধভক্ষণ** নামকরণ নিঃস্ক্রমণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ১২।৩৪ গতে ২।৩০ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ গোবিক্রয়াদি দিবা ঘ ২।৩০ মধ্যে **মুখ্যান্নপ্রাশন** পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন নবান্ন। **বিবিধ**— তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।৯ মধ্যে **শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লদ্বিতীয়াবিহিত পূজা প্রশস্তা**। দিবা ঘ ৭।৯ মধ্যে **অনধ্যায়**। দিবা ঘ ৭।৯ গতে **মণিপুরাধিপতি ভক্ত রাজস্বী ভাগ্যচন্দ্র সিংহের** ২২০ তম তিরোভাব মহোৎসব। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৭।১৩ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৬ মধ্যে।

# মুসলিম পঞ্জিকা

২৪ আশ্বিন, ভাঃ ১৯ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর , ১ শফর, ২৪ আহিন, উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১২, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দি ঘ ৭/০৮, সেহ্‌রী শেষ ৪।১০, ইফতার ৫।২১।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

# পৌর বৃত্তান্ত ঃ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

### তিন
### আধুনিক পৌরব্যবস্থার প্রবর্তন

১৮৭৬ এর আইনে (Act & IV of 1876) বঙ্গের পৌরসভাগুলির শ্রেণি বিন্যাস করা হল। বলা হল যে, ১৮৬৪-র আইনে গঠিত পৌরসভাগুলি হবে প্রথম শ্রেণির এবং ১৮৬৮-এর আইনে তৈরি পৌরসভাগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির হবে। ১৮৫৬-র আইনের অন্তর্গত জনপদগুলির নতুন পরিচয় হবে ইউনিয়ন। ১৮৫০-এর আইনভুক্ত গুলির নাম হবে স্টেশন। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির পৌরসভার মর্যাদার আবশ্যিক শর্ত ছিল সেই শহরের সাবালক পুরুষদের তিন-চতুর্থাংশ কৃষি ভিন্ন অন্য পেশায় নিযুক্ত থাকবেন। প্রথম শ্রেণির জন্য সেই শহরের জনসংখ্যা হতে হবে পনেরো হাজার এবং জন বসতি প্রতি বর্গ মাইলে তিন হাজার। দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বর্গমাইল পিছু জনসংখ্যা হবে এক হাজার। কমিশনারদের সংখ্যা প্রথম শ্রেণিতে সাত থেকে তিরিশ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে চার থেকে কুড়ি জন। চেয়ারম্যান হবেন সরকার মনোনীত, ভাইস চেয়ারম্যান কমিশনারদের দ্বারা নির্বাচিত। শহরের এক তৃতীয়াংশ করদাতা আবেদন করলে যে কোনও সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হবেন, ইউনিয়ন বা স্টেশন এর জন্য এই আইনে কিছু বলা হয়নি। পৌরকর নিরূপণ ও তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত করার এক্তিয়ার আগের মতো ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই রাখা হয়নি। ভাইসরয় লর্ড রিপন (1880-1884) ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন শুরু করেছিলেন বলা হয়। ১৮ই মে, ১৮৮২-তে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হল যে, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের রাজনৈতিক শিক্ষা দান যার প্রয়োজনীয়তা প্রশাসনিক দক্ষতার থেকেও বেশী। শহরে পৌরসভার মতো গ্রামাঞ্চলেও তালুক ও তহশিল পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে বোর্ড গঠন করতে হবে। প্রতি বোর্ডে দুই-তৃতীয়াংস বেসরকারি প্রতিনিধি থাকবেন এবং তাঁরা যতদূর সম্ভব নির্বাচিত হবেন। তিনি বোর্ডগুলিকে বড় সাহেবের ছত্রছায়া থেকে মুক্ত করে এদেশবাসীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বড় সাহেব অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা শাসককেই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করায় তাঁর এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রদেশগুলি তাদের নিজ নিজ পৌর আইন রচনা করে। ১৮৮৩-তে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ১৮৮৪-তে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের পৌর আইন পাশ হয়।

বঙ্গ সরকার ১৮৮৪-র আইনে (Bengal Act III (BC) of 1884) পৌর ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করেন এবং ১৮৮৫-এর অন্য একটি আইনে (Bengal Act III (BC) of 1885) গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসনের আয়োজন করেন। ১৮৮৪-র আইনের পরিধি থেকে ইউনিয়ন ও স্টেশনগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। পৌর সভাগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতার বিশেষ পরিবর্তন করা হয়নি।

এই আইনে সবথেকে বড় পরিবর্তনটা হল এই যে, এখন থেকে অধিকাংশ পৌরসভাতে দুই তৃতীয়াংশ কমিশনার কর দাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হবেন কমিশনারদের দ্বারা নির্বাচিত। পূর্বেকার আইন বলে গঠিত বাংলার পৌরসভাগুলির অস্তিত্ব ও সেখানকার কমিশনারদের অধিকার এই আইনে অক্ষত রাখা হল।

এই আইনের ৮ ধারাতে বলা হল যে, যেসব শহরের জনসংখ্যা তিন হাজার বা তার বেশী এবং তিন-চতুর্থাংশ সাবালক পুরুষ কৃষি ভিন্ন অন্য পেষায় নিযুক্ত সরকার সন্তুষ্ট হলে সেই সব শহরে পৌরসভা গঠন যাবে। এই আইনবলে ১৮৮৬-তে জাহানাবাদ ও সোনামুখী এবং ১৮৮৮-তে খড়ার পৌরসভা গঠিত হয় এবং ১৮৯১-৯২-এ বঙ্গেল প্রেসিডেন্সীতে পৌরসভার সংখ্যা ১৩৬-এ দাঁড়ায়।

ভারতে পৌর সংগঠন তৈরির মূললক্ষ্য ১৬৮৭-তে মাদ্রাজ কাউন্সিলকে দেওয়া বোর্ড অব ডাইরেক্টর-এর দেওয়া পরামর্শে স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা হল পৌর পরিষেবা যাতে সরকারি বরাদ্দ যতদূর সম্ভব কম করে তা পৌরবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া।

বঙ্গ সরকার পর পর যে সব পৌর আইন প্রবর্তন করেছেন তার অধিকাংশই পূর্বাপর ভাইসরয়দের দেওয়া নির্দেশ অনুসারে।

পৌর অর্থ ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব জেলা ও মহকুমা শাসকের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। একটি আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সম্পাদক এ.ও.হিউম যে ভাষায় তখনকার ভারতের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন লর্ড রিপন ও তার নীতি নির্ধারণের পটভূমির সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য আছে। এল.এস.এস. ও মালী লিখেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও বৈষয়িক উন্নতির ফল এদেশের শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে যে উচ্চাকাঙ্খা ও লালসা তা দিনগমিনের জন্য একটা পথের দরকার ছিল।

এজন্য হিউম-এর উদ্যোগে কংগ্রেস সংগঠনের জন্ম, আর রিপনের উদ্যোগে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের সংস্কার। আজ এ বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে, জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ব্রিটিশ সিভিলিয়ানের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় এবং আগেই বলা হয়েছে যে, রিপনের আদর্শ উপেক্ষা করে স্বায়ত্ব শাসনের সংগঠনগুলির চূড়ান্ত সরকারি আধিকারিকদেরই বহাল রাখা হয়েছে।

ক্রমশ

# যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

· **আসন্ন জল সংকটের হুঁশিয়ারি উপগ্রহ চিত্রে :**

পানীয় জল নিয়ে ভারতের কপালে উদ্বেগের ভাঁজ গভীরতর হওয়ার দিন প্রায় দোরগোড়ায়। হু হু করে নেমে যাচ্ছে ভারতের ভূগর্ভস্থ জলস্তর। এতটাই যে, এমন দিন আর খুব দেরি নেই, যখন বাড়ি ও রাস্তার কলে, টিউবওয়েলে, পাতকুয়োয় আর সহজে জল মিলবে না। প্রায় একই অবস্থা হবে মরক্কো, ইরান আর স্পেনের। খোদ উপগ্রহ চিত্রেই খুব সামনের সেই উদ্বেগের দিনের ছবি ধরা পড়েছে। সেই উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে গোটা বিশ্বের প্রায় ৫ লক্ষ বাঁধের হালহকিকত। সেখানে দেখা যাচ্ছে বাঁধগুলির এমন দিন আর খুব বেশি দূরে নয়, যে দিন ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশকে পুরোপুরি নির্জলা অবস্থায় পৌঁছে যেতে হবে। ভারতের বাঁধগুলির অবস্থা, তাদের জলাধারগুলির জলস্তর, সেই জলের ব্যবহার ও অপচয়ের পরিমাণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা কী পড়েছে বাঁধ ও তার জলাধারগুলির উপর, ওই উপগ্রহের পাঠানো চিত্রে সে সবের খুঁটিনাটিও জানা গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্রের ছবি ভারতের পক্ষে যথেষ্টই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, কারণ, জানা গিয়েছে, যত দিন পর ভারতকে এই অবস্থার মুখে পড়তে হবে বলে এতদিন ভাবা হচ্ছিল, সেই 'জলাভাব'-এর দিন ভারতে এসে পড়বে আরও অনেক আগেই। জলের সমস্যায় ইতিমধ্যেই কাবু ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হাল খুব খারাপ মরক্কোরও। সে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাধার 'আল মাসিরা'-র জলস্তর পর পর তিন বছরের ভয়াবহ খরা, সেচের পরিমাণ ও কাসাব্লাঙ্কা শহরের জল-চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ৬০ শতাংশেরও বেশি নিচে নেমে গিয়েছে। ভয়াবহ খরার জন্য গত ৫ বছরে স্পেনের বুয়েন্দিয়া জলাধারের জলস্তরও নেমে গিয়েছে ৬০ শতাংশের বেশি। নয়ের দশকের পর ইরাকের মসুল বাঁধের জলাধারের জলস্তরও নেমে গিয়েছে ৬০ শতাংশের বেশি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

➢ ৩ অক্টোবর, ১৯৭৮। প্রায় চল্লিশ বছর আগে জন্ম হয়েছিল এক মেয়ের। যার নাম বৃত্তান্ত আজও অনুসরণ করে চলেছেন চিকিৎসকেরা। অথচ নিজের গবেষণায় স্বীকৃতি পাওয়া তো দূর, ভারতে ইন- ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের

(আইভিএফ) জনক, দেশের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি কানুপ্রিয়া অগ্রবালের (দুর্গা) স্রষ্টা সুভা মুখোপাধ্যায়কে এ জন্য চরম হেনস্থা, লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞার শিকার হতে হয়েছিল। এ বার সেই স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টিকে সম্মান জানাতে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসকদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন' আয়োজিত চার দিনের কলকাতা সম্মেলন ডা. মুখোপাধ্যায় এবং কানুপ্রিয়ার ছবি দিয়ে কভার ও স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয় গত ২০ এপ্রিল।

· **ইসরোর নেভিগেশন উপগ্রহ পৌঁছল কক্ষপথে :**

গত ১২ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধরন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে আইআরএনএসএস-১ আই নামের কৃত্রিম উপগ্রহটিকে নিয়ে মহাশূন্যের দিকে রওয়া দেয় পিএসএলবি-সি ৪১। উৎক্ষেপণ একশো শতাংশ সফল বলে দাবি করে ইসরো জানিয়েছে, পিএসএলভিসি ৪১ রকেটে চেপে আইআরএনএসএস-১ আই উপগ্রহটি উনিশ মিনিটের মধ্যেই কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে। ইসরোর চেয়ারম্যান কে সিভন বলেন, যে নেভিগেশাল স্যাটেলাইট সিস্টেম (NavIC)-এর আটটি কৃত্রিম উপগ্রহেরই নির্ভুল উৎক্ষেপণে সফল হয়েছে ইসরো; এই উপগ্রহ সমাবেশ নেভিগেশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস তৈরি করবে।

NavIC সমাবেশে মোট সাতটি কৃত্রিম উপগ্রহ থাকার কথা। কিন্তু প্রায় সাত মাস সফল ভাবে কাজ করার পর আইআরএনএসএস-১-এ নামের উপগ্রহটি বিকল হয়ে যায়। তার জায়গায় আইআরএনএসএস-১ আই কাজ করবে বলে জানিয়েছে ইসরো। ১ হাজার ৪২৫ কেজি ওজনের ওই উপগ্রহটিকে ইসরোর সাহায্যে তৈরি করেছে একটি বেসরকারি সংস্থা। ইসরোর NavIC নিয়ে ভারতের বিজ্ঞানী মহলের স্বপ্ন দীর্ঘ দিনের। NavIC অচিরেই মার্কিন জিপএস ব্যবস্থার বিকল্প হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী আট মাসে গুরুত্বপূর্ণ ন'টি মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর। এর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রযান ২।

· **হাজার হাজার ব্ল্যাকহোলের হদিশ :**

একটা-দুটো নয়। হাজার হাজার 'ব্ল্যাকহোল' বা কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ছায়াপথ 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'র ঠিক মাঝখানে। সংখ্যায় যারা কম করে ১০ থেকে ২০ হাজার আমাদের সূর্যের চেয়ে অন্তত ১০ থেকে ২৫ গুণ ভারী। রয়েছে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ঠিক মাঝখানে। ঘুরপাক খাচ্ছে মিল্কিওয়ের ঠিক মাঝখানে থাকা একটা প্রকাণ্ড 'সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল'-এর আশপাশে। যার নাম—'স্যাজিটারিয়াস-এর স্টার'। সেই সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলটি আমাদের সূর্যের চেয়ে অন্তত ১০ লক্ষ গুণ ভারি।

নাসার 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি'-র ১২ বছরের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ও অঙ্ক কষে সম্প্রতি ওই হাজার হাজার 'ব্ল্যাকহোল'-এর সন্ধান পেয়েছে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষকদল। যার নেতৃত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট জ্যোতির্পদার্থবিদ চাক হেইলি।

গত ৪ এপ্রিল তাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এ। আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝখানে থাকা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলটির আশপাশে যে আরও অনেক ছোটখাটো কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে, ১৯৯৩ সালে তার প্রথম পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্ক মরিস। কিন্তু সরাসরি বা পরোক্ষে তা প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছিল না এতদিন। এই প্রথম অঙ্ক কষে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হল।

মূল গবেষক চাক হেইলি তাঁদের গবেষণাপত্রে লিখেছেন, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ঠিক মাঝখানে যে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলটি রয়েছে, তার আশপাশে গ্যাস ও ধুলোবালির অত্যন্ত পুরু মেঘ রয়েছে। আমাদের সূর্যের মতো তারারা জন্মেছিল যে ভাবে, ঠিক সেই ভাবেই ওই পুরু গ্যাস ও ধুলোবালির মেঘ থেকে জন্ম হয়েছিল আরও হাজার হাজার তারাদের। জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার পর সেই তারারই হয়ে উঠেছিল এক-একটা ছোটোখাটো ব্ল্যাকহোল। এরা প্রত্যেকেই রয়েছে একটা করে তারার সঙ্গে। জোড় বেঁধে। যাকে বলে—'বাইনারি সিস্টেম'।

ক্রমশ

# সম্পাদক সমীপেষু

## এগিয়ে চলো আফগানিস্তান

সদ্য সমাপ্ত বড়দের এশিয়াকাপ ক্রিকেট (২০১৮) নিয়ে দু-একক কথা। শেষমেষ ভারত এশিয়াকাপ জিতল। ফাইনালে দুরন্ত লড়াই করল বাংলাদেশ। তবে এবারে এশিয়াকাপে সবার মন জয় করল আফগানিস্তান। তালিবানি সন্ত্রাস ও দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে কাটিয়ে উঠে শেষ কয়েক বছরে ক্রিকেট বিশ্বে আফগানিস্তানের উত্থান রূপকথার মতো। বৃটিশ শাসনের সময়ে সাহেবরা কাবুলে ক্রিকেট খেলতেন। তারপর বিশেষ জানা নেই এই খেলার ব্যাপারে। আফগান যুদ্ধের সময়ে হাজার হাজার আফগানিস্তানি পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। ১৯৯০ সালের দিকে সেখানকার উদ্বাস্তু শিবিরগুলি আফগানিস্তান ক্রিকেটের জন্ম দেয়। ঐ শিবিরের মানুষজন যখন ঘরে ফিরতে শুরু করলেন, দেশে তখন ক্রিকেটের আবহ তৈরি হল। তারই ফসল হিসাবে ১৯৯৫ সালে গড়ে উঠল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু আফগানদের ওপর তালিবানি সন্ত্রাসবাদীদের আধিপত্যের (১৯৯৬-২০০১) জেরে আফগানিস্তানে বন্ধ হল সমস্ত ধরনের খেলাধুলা। খেলার মাঠ হল বন্ধভূমি। হাফ প্যান্ট পরে ফুটবল খেলা হত বলে তালিবানিরা ফুটবল পছন্দ করত না। অলিতে গলিতে তখন ক্রিকেট চলছিল ভীত মনে। আস্তে আস্তে তালিবানিদের মন গলল স্থানীয় ক্রিকেটে ভালো খেলুক আফগানরা। প্রশংসা ও উপহার এল এবার তালিবানিদের কাছ থেকে। এরপর কিছুটা পথ অতিক্রম করে ২০১০ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ করল আফগানরা। ২০১৪ সালে একদিনের ম্যাচে তারা বাংলাদেশকে হারাল। এবং ২০১৫ সালে একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আইসিসি-র কাছ থেকে ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, সম্প্রতি তারা টেস্ট খেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। এবারে এশিয়া কাপে দারুণ খেলল, লীগ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে। সুপার ফোর-এ পাকিস্তানকে আফগানদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে শেষ ওভার পর্যন্ত। আর ভারত তো কোনও মতে টাই করেছে। হারতে পারতো ভারত সেদিন। যুদ্ধ, সন্ত্রাস আর উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে কাটাতে তাদের রক্তে লড়াই করার মানসিকতা ঢুকে গেছে। বহু ক্রিকেটারের জন্ম এই উদ্বাস্তু শিবিরে। মহম্মদ নবী তাদেরই একজন। সফিউল্লাহ সেনওয়ারি আবার আফগান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে পালিয়ে বাঁচেন। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভাল নয়, ক্রিকেট খেলার ভালো পরিকাঠামো নেই। তবু আফগানিস্তানের মতো কিছু মানিয়ে নিয়ে ক্রিকেটকে ক্রমাগত উন্নত করেছেন। লেগ স্পিনার রসিদ খান বিশ্ব ক্রিকেটে আলোড়িত নক্ষত্র। এগিয়ে চল আফগানিস্তান। এশিয়া ক্রিকেটকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী কর।

**অনুভব বেরা**
**পশ্চিম মেদিনীপুর**

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

*চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।*

## পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়